গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দশমিনা, পটুয়াখালী
www.dashmina.patuakhali.gov.bd

নম্বর: ০৫.১০.৭৮৬৬.০০১.১৫.০০৭.২৪- ১৫

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

পটুয়াখালী জেলাধীন দশমিনা উপজেলার ইজারাযোগ্য নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একরের নিচের তালিকাভুক্ত ১৮ (আঠারো)টি জলমহাল (খাস পুকুর) বাংলা ১৪৩২ হতে ১৪৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (দখল প্রদানের তারিখ হতে ৩০ চৈত্র, ১৪৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের নিকট হতে শর্ত সাপেক্ষ অনলাইনে (jm.lams.gov.bd) এ আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদনের হার্ডকপি ও পে-অর্ডারের মূল কপিসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালীতে মুখবন্ধ অবস্থায় দাখিল করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আবেদনকারীকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) প্রতিপালন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনের সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত সকল কাগজপত্র আবেদনকারী কর্তৃক স্বহস্তে স্বাক্ষরিত হতে হবে। ইজারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী ও উপজেলা ভূমি অফিস, দশমিনা, পটুয়াখালী হতে অফিস চলাকালীন সময় এবং www.acldashmina.patuakhali.gov.bd ও www.dashmina.patuakhali.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা :

জলমহালের নাম	তফসিল	সম্ভাব্য ইজারা মূল্য (প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি হারে)
০১। শিববাড়িয়া খাল	মৌজা: খলিসাখালি, জেল নম্ববর : ৯০, দাগ নং- ৯৬৪, আয়তন: ৬.৮২ একর	৭৬০০/-(প্রতি বছর)
০২। চরঘুনি ফকির বাড়ী পুকুর	মৌজা:চরঘুনি, জেএল নম্বর: ৯৪, দাগ নং ৭২৮, আয়তন: ০.৫০ একর	৭৬০০/-(প্রতি বছর)
০৩। গুমানির খাল	মৌজা-পূর্ব আলীপুর, জেল নম্বর: ৭৮, দাগ নং-৬০১৬, ৬০৭৮, জমির পরিমাণ-৫.২০ একর	৩৭০০/-(প্রতি বছর)
০৪। বেতাগী পুকুর	মৌজা: বেতাগী, জেএল নম্বর: ৬৩, দাগ নং ৩৫৫, আয়তন: ০.৩৪ একর	১৫,৮০০(প্রতি বছর)
০৫। লক্ষ্মীপুর সুকুমার বাড়ীর পুকুর	মৌজা: লক্ষ্মীপুর, জেএল নম্বর: ৮৩, দাগ নং ১৯৪, আয়তন: ০.৪০ একর	৬,৩০০(প্রতি বছর)
০৬। সিকদারীয়া খাল	মৌজা: বেতাগী, জেএল নম্বর:৬৩, দাগ নং ১০৬৭ , ৮০৯ , আয়তন: ১.৫০ একর	৭,৪০০ (প্রতি বছর)
০৭। বিআরডিবি অফিস সংলগ্ন খাল	মৌজা: দশমিনা, জেএল নম্বর: ৮৪, দাগ নং ১০২, আয়তন: ০.৩৬ একর	৫,৩০০ (প্রতি বছর)
০৮। চিকার বাড়ী বদ্ধ খাল	মৌজা: বেতাগী, জেএল নম্বর: ৬৩, দাগ নং ৩৬২৪, ৩৬৮১, আয়তন: ০.৫৭ একর	১,৬০০(প্রতি বছর)
০৯। ইন্দ্র নারায়ন খাল	মৌজা: খলিসাখালী, জেএল নম্বর:৮৯, দাগ নং ৩৫১১, ২৫৬২, আয়তন: ৩.৪৫ একর	২২,২০০(প্রতি বছর)
১০। চর হাদী সাইক্লোন শেল্টার সংলগ্ন পুকুর	মৌজা: চর হাদী, জেএল নম্বর: ৮৫/১৮৭, দাগ নং ১১৭১, ১১৭৪, আয়তন: ১.৫০ একর	৫,৫০০(প্রতি বছর)
১১। কাটাখালী খাল	মৌজা: কাটাখালী, জেএল নম্বর: ৮৬, দাগ নং ১১৭৬, ৯০৬, ৪৫৫, আয়তন: ১২.০০ একর	৭,৩০০(প্রতি বছর)
১২। যৌথা পুকুর	মৌজা: যৌথা, জেএল নম্বর: ৮৯, দাগ নং ৩০৩০, আয়তন: ০.৭৫ একর	২,২০০(প্রতি বছর)
১৩। বুধারাম খাল	মৌজা: পশ্চিম আলীপুর, জেএল নম্বর: ৭৭, দাগ নং ৩০১০, ৩১৬১, আয়তন: ৬.৫০একর	৭০,৪০০(প্রতি বছর)
১৪। পশ্চিম আরজবেগী প০যাচের খাল	মৌজা: আরজবেগী, জেএল নম্বর: ৮৮, দাগ নং ১১৪৬, ১২৮০, আয়তন: ২.৩৭ একর	৩,৭০০(প্রতি বছর)
১৫। পোটকাতলীর খাল	মৌজা: চাঁদপুর, জেএল নম্বর: ৫৫, দাগ নং৪৮২, ১০৩২, আয়তন: ১৬.২৩ একর	১৬,৩০০(প্রতি বছর)
১৬। মধুপুরা খাল	মৌজা: চাঁদপুর, জেএল নম্বর: ৫৫, দাগ নং ৪২০৭, আয়তন: ৬.৯৯ একর	১,৫৭,৫০০(প্রতি বছর)
১৭। গোলবুনিয়া খাল	মৌজা: খলিসাখালী, জেএল নম্বর: ৯০, দাগ নং ২৮৬, আয়তন: ৪.১৪ একর	১০,৫০০ (প্রতি বছর)
১৮। আঠারবাকী খাল	মৌজা: গোপালদী, জেএল নম্বর: ৭৯,দাগ নং ৩৬২২, ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, ৩৬৭২, ৩৬৭৭, ৩৬৯৩, ৩৬১৩, ৩৭৫৩, ৩৭৫৭, ৩৭৬৯, ৩৭৭, আয়তন: ৮.১৩ একর	৩৭,৩০০(প্রতি বছর)

আবেদন দাখিল ও যাচাই বাছাইয়ের সময়সূচি

	গৃহীত কার্যক্রম	তারিখ
০১	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল	১৫-২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.
০২	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের হার্ডকপি ও পে-অর্ডারের মূল কপিসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালীতে মুখবন্ধ অবস্থায় দাখিল	২৯-৩১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.
০৩	দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই ও বাচাই	০৩-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.
০৪	উপজেলা জলমহাল কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন	১০-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.
০৫	ইজরা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৮-০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রি.
০৬	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা আদেশ প্রদান ও লিজ গ্রহিতাদের অবহিতকরণ	১০- ১২ মার্চ ২০২৫ খ্রি.
০৭	ইজারাদার কর্তৃক ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সরকারী করাদি জমাদান	১৩-০৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.
০৮	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেওয়া	১৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.

শর্তাবলী:

০১। আবেদনপত্র ম্যানুয়েল দাখিল করতে হবে (www.minland.gov.bd) এবং দাখিলকৃত আবেদন পত্রের প্রিন্টকপি ও অন্যান্য কাগজাদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জামানতের মূল কপিসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দশমিনা'তে দাখিল করতে হবে।

০২। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও আবেদনকারী সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ সকল সদস্যদের সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং আবেদন প্রিন্ট কপিতে কোন কাটাকাটি, ঘষা-মাজা গ্রহণ করা হবে না।

০৩। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারী সমিতিতে যদি কোন অমৎস্যজীবী সদস্য থাকেন তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত জলমহালসমূহের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে।

০৪। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

০৫। জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদনকারী সমিতির কার্যকারিতা কিংবা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রযোজ্য দলিলপত্র/তথ্যাদি দাখিল/সংযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ ২ (দুই) বছরের অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না।

০৬। আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক তাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) দাখিল করতে হবে।

০৭। আবেদনকারী সমিতিকে প্রার্থীত জলমহালের বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে মূল্য উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

০৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন প্রকার জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জামানত হিসাবে আবেদনকারীকে তার আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির ইজারা মেয়াদের শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত জামানতের টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, কোন তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনঃরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। লীজ প্রদানকৃত জলমহালসমূহ সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাতিলকৃত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না। জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণের পূর্বে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবেদন ফরম দাখিল করতে হবে। যখনই ইজারা চূড়ান্ত করা হউক না কেন তা ০১ বৈশাখ ১৪৩২বঙ্গাব্দ সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারা বিষয়ে সকল রকমের তথ্য অর্থাৎ জলমহালের পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য, আয়তন ও অবস্থান ইত্যাদি অফিস চলাকালে জানা যাবে। ইজারা গ্রহণের পর জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্ত এরূপ ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৪। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা প্রদান করলেও ইজারার মেয়াদ ০১ বৈশাখ ১৪৩২বাংলা সন থেকে কার্যকর হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপনান্তে শেষ হবে। একই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হলে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১৫। ইজারা প্রদত্ত জলমহালের ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা মৎস্য আইন, প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার বা সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না।

১৭। অনলাইন আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং মুসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মুসক-৮" এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছচাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

১৯। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না এবং জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যার কারণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান কিংবা আইন লঙ্ঘিত হয়।

২০। যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদানে বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা সুযোগ পাবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২১। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। জলাশয়ের ইজারা ১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দের জন্য মেয়াদি ইজারা। কোন অবস্থায় ইজারা মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না। প্রথম বছর ব্যতীত ইজারাকৃত জলাশয়ের পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় কোন নোটিশ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দেয়া হবে। এজন্য জলমহালটি এ সময়ে ইজারা প্রদান করা না গেলে ইজারাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

২৩। ইজারাদারকে বিধিমতে ইজারা মূল্যের সাথে সরকার নির্ধারিত ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়কর জমা দিয়ে ইজারাদার সমিতির সভাপতি/সম্পাদক/মনোনীত প্রতিনিধি স্ব-উদ্যোগে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন জলমহালের দখল হস্তান্তর করা যাবে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাবে না। চুক্তিপত্র সম্পাদন না করলে ইজারা বাতিল করা হবে।

২৪। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা চুক্তির শর্তাবলী এবং জলমহাল ও সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। ইজারা চুক্তির লঙ্ঘন বা নির্দেশনা অমান্যেও জন্য ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৫। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। পরিবেশ বান্ধব হিজল করচ গাছ লাগাতে হবে।

২৬। লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। কেহ যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল বা আকার আকৃতির পরিবর্তন না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৭। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ফাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৮। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আদেশ/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইজারা গ্রহীতাগণ জলমহাল ও পুকুর ইজারার অর্থ ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করবেন।

২৯। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

০৫/০১/২৫

ইরতিজা হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দশমিনা, পটুয়াখালী
e-mail:unodashmina@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.১০.৭৮৬৬.০০১.০০.০০৫.২৪- ১৫

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
০৪। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
০৫। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, পটুয়াখালী।
০৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/ সার্বিক/ শিক্ষা ও আইসিটি) ও বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পটুয়াখালী।
০৭। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), দশমিনা, পটুয়াখালী।
০৯। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি জেলা প্রশাসকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০। উপজেলা..... অফিসার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
১১। অফিসার ইনচার্জ, দশমিনা থানা।
১২। সাব-রেজিস্ট্রার, দশমিনা, পটুয়াখালী।
১৩। চেয়ারম্যান..... ইউপি(সকল), দশমিনা, পটুয়াখালী। তাঁকে তাঁর ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশদের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, দশমিনা শাখা, পটুয়াখালী।
১৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, দশমিনা সদর /বগুড়া/রনগোপালদী/আলিপুর/বেতাগী সানকিপুর।তাকে স্থানীয় বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক..... বাজার কমিটি, দশমিনা, পটুয়াখালী।
১৭। বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক,.....। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পত্রিকার ভিতরের পাতায় নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে এক দিনের জন্য শুধুমাত্র মূল অংশ প্রকাশপূর্বক প্রকাশিত সংখ্যার তিন কপিসহ বিজ্ঞাপন বিল এ অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৮। নোটিশ বোর্ড।
১৯। অফিস কপি/সংরক্ষণ নথি।

০৫/০১/২৫

ইরতিজা হাসান
সহকারী কমিশনার (ভূমি)(অঃদাঃ)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দশমিনা, পটুয়াখালী
acldashmina.patuakhali@gmail.com